শুভ-উদ্বোধন—২৫শে মার্চ, ১৯৪৯ সাল

বহুব্রীহি

কাহিনী, সংলাপ, গীত রচনা ও পরিচালনা :—

নাট্যকার **জলধর চট্টোপাধ্যায়**

—কর্ম্মীবৃন্দ—

— চিত্রনাট্য—
অশোক চট্টোপাধ্যায়

—আলোক চিত্র-শিল্পী—
পঞ্চানন চৌধুরী

—রসায়নাগরিক—
ধীরেন দাশ গুপ্ত

—শিল্প-নির্দ্দেশক—
মণি মজুমদার

—প্রচার সচিব—
মাখনলাল চট্টোপাধ্যায়

— সঙ্গীত পরিচালনা —
কুমার প্রদ্যোৎ নারায়ণ

—শব্দ-যন্ত্রী—
শিশিরকুমার চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক —
রবীন দাস

—ব্যবস্থাপক—
সুশালকুমার চট্টোপাধ্যায়

—স্থির-চিত্র-শিল্পী —
বিনয়কৃষ্ণ গুপ্ত

—সহকারীবৃন্দ—

—পরিচালনায়—
রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
গণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

— চিত্র-শিল্পে—
সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়

—সম্পাদনায়—
গোবর্দ্ধন অধিকারী

—ব্যবস্থাপনায়—
নিতাই সরকার
কল্যাণ সেন গুপ্ত

—ধারা রক্ষায়—
চিররঞ্জন গুহ রাজা

—শব্দ-যন্ত্রে—
ধরণী রায় চৌধুরী

— সুর-শিল্পে —
ভক্তিরঞ্জন রায়

—রসায়নাগারে—
শম্ভু সাহা
সামান্ত রায়
অমূল্য দাস
ননী চট্টোপাধ্যায়
মোহিনী তরফদার
রবীন সান্যাল

—শিল্প-নির্দ্দেশনায়—
হীরেন লাহিড়ী

— রূপ-সজ্জায়—
কালীদাস দাস
নির্ম্মল দত্ত

—সাজ-সজ্জায়—
কার্ত্তিকচন্দ্র সাহা

—প্রচার-কার্য্যে —
দুলালচন্দ্র বসু

— সঙ্গতে—
ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা পার্টি

—আলোক-নিয়ন্ত্রণে—
প্রমোদ সরকার

—স্থির চিত্র-শিল্পে —
দাশুরথি দে

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে
আর, সি, এ শব্দ-যন্ত্রে
গৃহীত।

রূপায়ণে —**বাণীব্রত মুখোপাধ্যায় ও ঝরণা রায়**

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
মিহির মুখোপাধ্যায়
বীরেন ঘোষ
দীপেন রায় চৌধুরী
শশধর চট্টোপাধ্যায়
অনাদি দাশ গুপ্ত
নিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (এ্যাঃ)
ব্রজ পাল
মণিমোহন সাহিত্যাচার্য্য
নেপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

দীব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (এ্যাঃ)
হীরেণ পাল
বিভূতি সেন
রণজিৎ বসু (এ্যাঃ) প্রভৃতি।

সন্ধ্যা দেবী
লীলাবতী দেবী (করালী)
বীণা দত্ত
রমা দেবী
শেফালী সরকার

বেবী দাশ গুপ্ত
বেলা সিংহ রায়
সন্ধ্যা চক্রবর্ত্তী
শিখা মৈত্র
সান্ত্বনা রায়
শোভা পাল
জয়ন্তী পাল
বাবলু মুখোপাধ্যায়
ছবি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

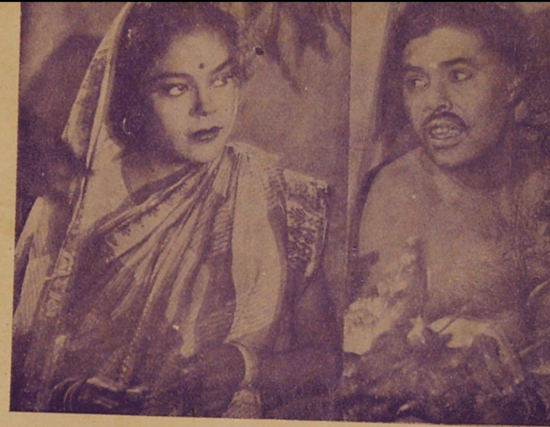

বহুব্রীহি

গল্পের ইঙ্গিত

জীবন-যাত্রা পথে কোন নৈরাশ্য এলে—হয় মানুষ মানুষকে দেয় অভিশাপ না হয় ভগবানকে করে দায়ী। আমাদের অপরূপ এর কোনটাই করেন না, তাঁর মতে—মানুষ বুদ্ধিজীবি, ক্ষুরধার বুদ্ধি নিয়ে যে-লোক পথ চল্‌তে পারে নৈরাশ্য তার কাছে অপরিচিত।

এই বরপণের বাজারে বারো মেয়ের বাপ অপরূপ যে চল্‌তি-পথে মেয়ে চালাতে পারেন না, এ কথা তাঁর সঠিক জানা ছিল। জমিদার অক্ষয় বাড়ুয্যেকে একদিন তিনি বলেছিলেন, তোমার সিন্দুকে টাকা আছে আর আমার গোলায় আছে ধান। কিন্তু ধনী জমিদার ধানী অপরূপকে আমোল দিলেন না। তাই অপরূপ প্রতিজ্ঞা ক'রলেন, নন্দবংশ ধ্বংস না করে চাণক্য যেমন শিখা বাঁধেননি জমিদার অক্ষয় বাড়ুয্যের ছেলে অব্যয়ের সাথে তাঁর একটি মেয়ের বিয়ে না দিয়ে তিনিও শিখা বাঁধবেন না।

ধূর্ত্ত অপরূপ নিলেন একটি অপকৌশলের আশ্রয়। অব্যয় আর তার বন্ধু অনন্তকে তিনি পথ ভুলিয়ে ডেকে আন্‌লেন নিজের বাড়ীতে, অব্যয়ের পা জড়িয়ে

গেলো তাঁর বিদুষী-মেয়ে বহুব্রীহির ফাঁদে। অনন্ত ছিলেন বৈধব্য-দরদী ও বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী। নিজের একটি কুমারী মেয়েকে বিধবা সাজিয়ে সুবিধাবাদী অপরূপ অনন্তকেও ক'রলেন ঘায়েল।

অপকৌশলের সাহায্যে এরূপ দুটি কন্যা-দায় উদ্ধারের কৈফিয়ৎ স্বরূপ অপরূপ বল্লেন, তোমরা দুজনই আত্ম-প্রতারক! তাঁহার নীতিজ্ঞানে আত্ম-প্রতারককে প্রতারণা করলে কোন অপরাধ হয় না।

পার্শ্ববর্ত্তী ঘটনা- হিসেবে অপরূপের সাম্‌নে এসে হাজির হ'য়েছিল একটি নির্ব্বোধের ওপর বুদ্ধিমানদের অত্যাচারের ক্ষুদ্র কাহিনী। বেচারা বনমালী সর্ব্বংসহ মহাপুরুষ! তার একমাত্র দুর্ব্বলতা যে, বৌ স্বরূপীর চোখের জল সে সইতে পারে না। বৌয়ের চোখে জল দেখ্‌লে তার চোখেও জল গড়ায়। সম্রাট সাজাহানের মত তাজমহল গড়বার সামর্থ্য তার ছিল না বটে, পতিতা অন্ধ স্বরূপীর হাত ধ'রে পথে পথে ভিক্ষে ক'রে সেও কি সাজাহানের চেয়ে বড় প্রেমিক প্রমাণিত হয় নি? বনমালীর সমর্থনে বহুব্রীহি অব্যয়কে একদিন বলেছিল,—"ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের অভিযোগের কাহিনী, সবার মুখে শুনতে পাই কিন্তু নির্ব্বোধের ওপর বুদ্ধিমানদের অত্যাচারের কথা কেউ কি আলোচনা করে?"

অপরূপের একটি অখ্যাতি ছিল তিনি নাকি গেঁজেল, কিন্তু আমরা জানি নিজে তিনি গাঁজা কখনো খেতেন না, যিনি খান তাঁকে খাওয়াতেন। দুর্দ্দান্ত মাতাল অক্ষয় বাঁড়ুয্যে তাঁকে গেঁজেল বলে ঘৃণা ক'রতেন, স্পষ্টভাষী অপরূপ একদিন বলেছিলেন, সভ্য সমাজে মদের কৌলীন্য গাঁজার চেয়ে বেশী হ'লেও মাতাল ও গেঁজেলের মধ্যে পদমর্য্যাদার কোন উনিশ-বিশ নেই।

মানুষের বাইরের মুখোস্‌ টেনে ছিঁড়ে, তার ভিতরকার সত্যি মানুষটিকে স্পষ্ট দিবালোকে লোক-চক্ষুর সাম্‌নে তুলে ধরাই অপরূপের কাজ। এ বিষয়ে অপরূপ কতখানি কৃতকার্য্য হয়েছেন, তা আপনারা দেখতে পাবেন বহুব্রীহির গল্পাংশের মধ্যে প্রচুর আনন্দ রসের ভিতর দিয়ে।

"বাপ্‌-কা-বেটী" বিদুষী বহুব্রীহি সে বিষয়ে তার ধূর্ত্ত বাপকে কতখানি সাহায্য করতে পেরেছে তাও আপনারা দেখ্‌বেন বহুব্রীহির চরিত্রমাধুর্য্যে। বারো মেয়ের মা মোক্ষদা যখন চোখের জলে বহুব্রীহিকে তিরস্কার করে বল্লেন,—'অন্ততঃ তুই কেন এলি না একটি ছেলে হ'য়ে?" মায়ের গলাটা জড়িয়ে ধরে বহুব্রীহি সদম্ভে বল্লো,—"কেঁদোনা মা মণি! মেয়ে হ'য়ে এসেছি বলে পচে যাই নি। আজকালকার ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বুদ্ধি বেশী, বিদ্যে বেশী, কোন কোন ক্ষেত্রে গায়ের জোরও কিছু কম নয়।"

যুগের আদর্শে অনুপ্রাণিত বহুব্রীহি তার এই দম্ভোক্তি বর্ণে বর্ণে প্রমাণ ক'রেছে—একথা আপনারা স্বীকার ক'রবেন এবং আমাদেরই সঙ্গে সুর মিলিয়ে ব'ল্‌বেন—দশ পুত্র সম কন্যা যদি শিক্ষা ও সংস্কারের ভিতর দিয়ে গড়ে ওঠে। এই অবাধ মেলা-মেশার দিনে বহুব্রীহি সত্যিই প্রমাণ করেছে—একটি কুমারী মেয়ের ইজ্জতের মূল্য কি?

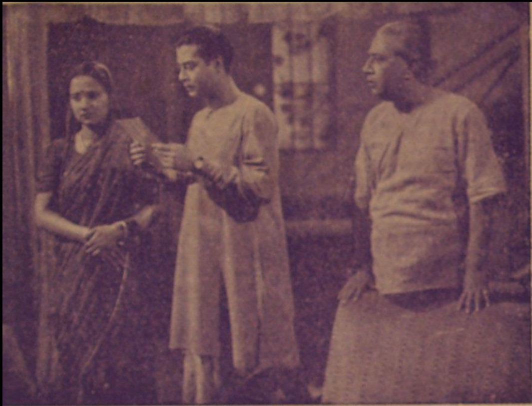

গান

মলয়ানিল পরশে প্রেম-পুলকিত মম জীবন,
চৌদিকে হেরি স্বমাম্বিত নব-যৌবন-রাগ-রঞ্জন।
বন-অঞ্চলে নাতিচঞ্চল ক্রৌঞ্চ মিথুনানন্দে
এ শুভ-লগনে মনে মনে কোন চির সুন্দরে বন্দে!
এসো সুন্দরী সন্ধ্যা কুসুমিত মধু গন্ধা—
কণ্ঠে আমার সঙ্গীত আর অন্তরে প্রীতি-চন্দন।
এসো জোছনার কণা স্বপন রচিয়া স্নেহ-নির্ঝর-চন্দ্র
আমি চেয়ে রব মুখ পানে তব নিশিথে নিঝুম-তন্দ্র
এসো হাসি এসো কোলাহল অভিমান আর লুকোচুরী ছল—
এসো অন্তর-বিনিময় আর জীবন-মরণ-বন্ধন।

(২)

আবছ

বৌ-পাখী তোর উড়লো নীলাকাশে
ঐ চাঁদের হাসির পাশে এই মধুর ফাগুন মাসে।
ঐ নিরালায় বসে সে যে গাঁথছে তারার মালা
বুকের পরে ঝরছে রে তার নয়ন-জলের জালা
প্রাণ আছে তার নোলক-দোলা নাকের নিশ্বাসে।
শুধু সে হাস্‌তে জানে বাঁচ্‌তে জানে মরতে জানে না সে—
তাই কি তারে এ সংসারে কেউ ভালো না বাসে
কাণ পেতে সে শুনছে তোদের হাসির কোলাহল
তার মাঝে সে যখন-তখন বাজিয়ে যাবে মল—
তোরা চমক লেগে দেখ্‌বি মেঘে বিজলি বিকাশে।

—খ্যাতনামা সাহিত্যিক—

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ অনুদিত ও রচিত ঃ—

কুয়ো-ভেডিস্ (২য় সংস্করণ)	... মূল্য—	৬০
লৌহ-মুখোস্ (৩য় সংস্করণ)	... মূল্য—	১।০
টাওয়ার অব্ লণ্ডন (২য় সংস্করণ)	... মূল্য	২॥০
লাষ্ট অব্ দি মোহিকান্স (২য় সংস্করণ)	... মূল্য—	১॥০
শী—(১ম সংস্করণ)	...	— যন্ত্রস্থ
বাঙ্‌লার আধুনিক গল্প (১ম সংস্করণ)	... মূল্য—	৪॥০
যুদ্ধ জাহাজে জুজুর ভয় (১ম সংস্করণ)	...	— যন্ত্রস্থ

THE WORLD WEEPS

Edited By :—Sree Rabindra Nath Ghosh
(Under Print)

N. B. :—Books are available at any respectable Book Shop in Bengal and
STANDARD BOOK CO.
216, Cornwallis St. CALCUTTA-6

—পড়ুন—
নাট্যকার জলধর চট্টোপাধ্যায়ের
বহুব্রীহি
বাংলা কথা সাহিত্যের অন্যতম
শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

—অন্যান্য গ্রন্থ—

উপন্যাস	নাটক
তাসের ঘর	রীতিমত নাটক
তরুণের স্বপ্ন	থামাও রক্তপাত
১ম পর্ব্ব ৩া০	পি, ডবলিউ ডি
২য় পর্ব্ব ২৸০	সিথির সিন্দুর

চলতি নাটক-নভেল এজেন্সি
১৪৩, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিমলা ইনডাষ্ট্রীস্

সাবান ও রং প্রস্তুত
কারক।
২১৮নং মানিকতলা
মেন রোড,
কলিকাতা—১১

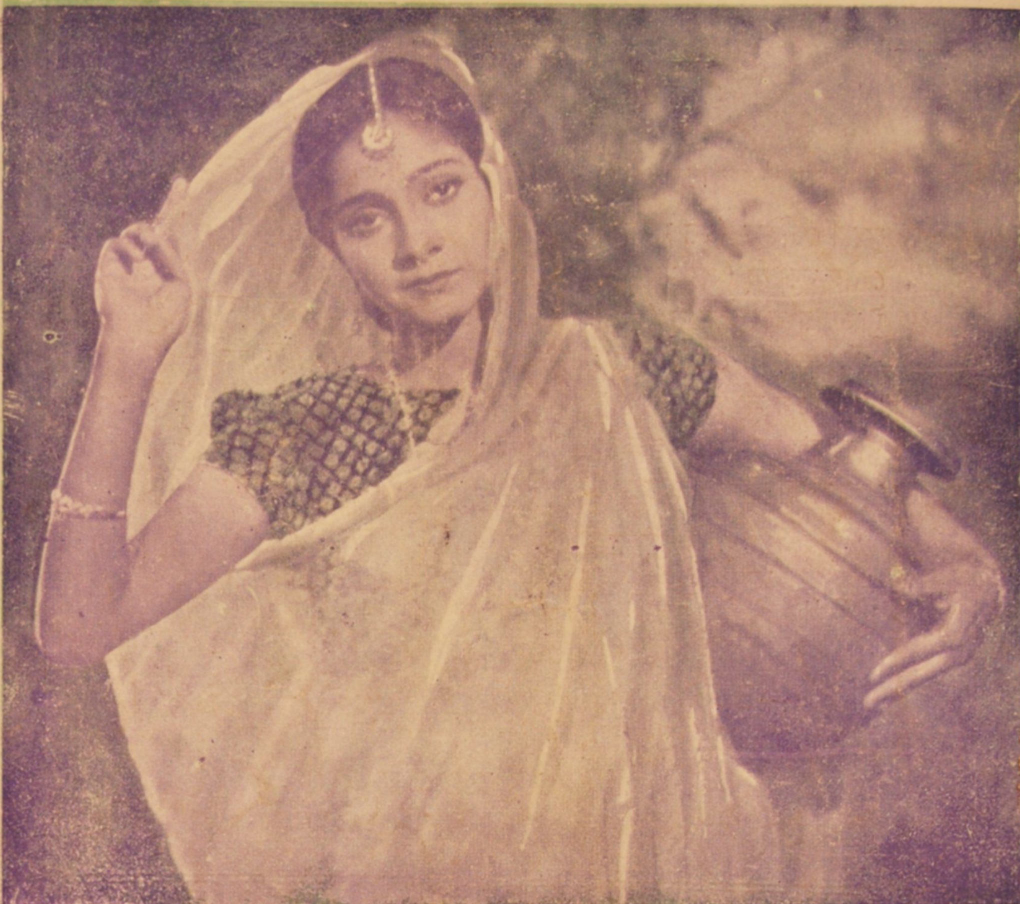

কল্পরূপায়ণী
লিমিটেডের—
পরবর্ত্তী আকর্ষণ
সংক্রান্তি-ঠাকুর

সুধীরবন্ধু প্রডাকসানসের
দ্বিতীয় নিবেদন—
"দ'খ্‌নে বাঘ"
মুক্তির প্রতিক্ষায়
পরিচালনা—বিভুতি দাস।

প্রযোজক - অগ্রগামি শিল্পী লিমিটেড এর পক্ষে শ্রীমাখম লাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১৬ এবং ১৭নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত ও গ্লাসগো প্রিন্টিং কোং, হাওড়া, কর্ত্তৃক মুদ্রিত।